R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

৭৮শ বর্ষ ১০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৮ সাল ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫৲

প্রবল বর্ষণে বন্যার ব্যাপক আশংকা, গ্রাম ভাসছে

বিশেষ প্রতিবেদক : সাম্প্রতিক অতি বর্ষণে জঙ্গিপুর মহকুমায় ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর জল-সীমা বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। দু'পারের গ্রামগুলির নীচু এলাকা ডুবে পথঘাট পুকুর ভাসছে। এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা শাসক এস, সুরেশকুমার জানান—তেমন কোন ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর এখনও তাঁর কাছে আসেনি। তবে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের এ্যাফ্লেক্স বাঁধের ধার বরাবর সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর, বড়শিমূল ইত্যাদি গ্রামের নীচু জায়গা ডুবে ক্ষেতের ধান পাটের বেশ ক্ষতি করেছে। কিছু পরিবার এ্যাফ্লেক্স বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছেন। মিঠিপুর এলাকায় শোনা যায়, গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে ঐ পঞ্চায়েতের মুকুন্দপুরে স্থানীয় কংগ্রেস সদস্য মুর্জেদ সেখের দলবল বাঁধ কাটিয়ে গ্রাম ভাসিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা পরিষদ এবং মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে '৮৯ সাল থেকে 'বন্যা-প্রতি-রোধ বাঁধ' নির্মিত হচ্ছে ৬ লক্ষ টাকার স্কীমে। প্রায় অর্দ্ধেক কাজ হয়েছে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

নয়া রেশন কার্ড নিয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে পয়সা রোজগারের ফিকির

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি ছাব্বিশ হাজার রেশন কার্ড জঙ্গিপুর খাদ্য নিয়ামকের অফিসে এসে যাওয়ায় নতুন ভাবে রেশন কার্ড দেওয়া শুরু হয়েছে। অঞ্চলে অঞ্চলে বা পুরসভা-গুলিতে নতুন জন্ম নেওয়া শিশুদের বা নানান কারণে যাঁরা রেশন কার্ড করাতে পারেননি তাঁদের নতুন রেশন কার্ড করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী অঞ্চল বা পুরসভার অনুমোদন যুক্ত আবেদন পত্রের ভিত্তিতে নতুন কার্ড দেওয়া হচ্ছে। সরকারী ভাবে আবেদন পত্রের প্রোফরমা বা বয়ান দেওয়া হয়েছে, সেই মোতাবেক দরখাস্ত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবেদক বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে জানতে পারেন এই আবেদনপত্র নিয়ে পয়সার খেলা শুরু হয়েছে। বেশ কিছু অঞ্চলের এমন কি জঙ্গিপুর পৌরসভার জনপ্রতিনিধিদের অনেকে নিজ নিজ অঞ্চল ও পুরসভার নাম দিয়ে ফরম ছাপিয়ে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রেসের ছাপা বা হাতে লেখা আবেদন জমা দিতে নিয়ে গেলে জন-প্রতিনিধিরা ঐ ফরম জমা নিচ্ছেন না। একমাত্র তাঁদের কাছে অঞ্চল বা (৩য় পৃষ্ঠায়)

ছাত্র ভর্তির সমস্যা মিটলো, তালিকা তৈরীর পথে

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজে ডিগ্রি কোর্সে ছাত্র ভর্তির যে সমস্যা ঘনিয়ে ওঠে তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় গভর্নিং বডির এক বৈঠক বসে। বৈঠকে সমস্যা সমাধানের পন্থা পদ্ধতি নিয়ে গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের সঙ্গে এস এফ আই প্রতিনিধিদের বচসা বাধে বলে খবর। উল্লেখ্য, কলেজ ছাত্র সংগঠন এ বছর সি পি এম ছাত্র ইউনিয়ন এস এফ আই-এর দখলে। জি.ব-র প্রেসিডেন্ট ঠিক করেন যেসব ছাত্র রেগুলার হিসাবে পাশ করেছে তাদের ডে-তে এবং অন্যান্যদের মরনিং সেকসনে ভর্তি করা হবে। কিন্তু এস এফ আই-এর প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দাবী তোলেন এই কলেজ থেকে যে সব ছাত্র পাশ করেছে তা রেগুলারই হোক আর কমপার্ট-মেন্টালই হোক প্রত্যেককে ডে তে ভর্তি করে নিতে হবে। ফলে ছাত্র (শেষ পৃষ্ঠায়)

কিস্‌সা ফুড কনট্রোল আফিস কা

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা ফুড কন্ট্রোল অফিসের কাহিনী লিখতে বসলে তা আর ফুরাতে চায় না। এর আগে বন্ধুপোষণ, চামচা তোষণের বেশ কিছু কিস্‌সা প্রকাশ করা হয়েছে। এবারে আরও কিছু প্রকাশ করা হলো। ধুলিয়ান অঞ্চলে এম আর ডিলারদের নিয়ম মাফিক দূরত্ব সার্টিফিকেট না নিয়েই তাঁদের মাশ পরিবহনের খরচা মঞ্জুর করে দিয়ে মহকুমা খাদ্য নিয়ামক এক অদ্ভুত নজীর স্থাপন করেছেন। এ ব্যাপার নিয়ে জেলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছেন বলে খবর। কন্ট্রোল অফিস ভারসেস ইন্দ্রচাঁদ আগরওয়ালা খচাখচি এই কন্ট্রোলার আসার পূর্ব থেকেই চলছিল। হঠাৎ ইন্দ্রচাঁদের এলাকা কমিয়ে দিয়ে ফরাক্কায় আর একজন নতুন ডিস্ট্রিবিউটার নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ফরাক্কা এন টি পি সির জনৈক আবদুর রহিমকে ঐ ডিস্ট্রিবিউটারশীপ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুই ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে কলেজ বন্ধ

অরঙ্গাবাদ : গত ৭ সেপ্টেম্বর স্থানীয় ডি এন কলেজে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠন এস এফ আই এবং সি পির সমর্থক ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় এস এফ আই-এর একজন গুরুতর প্রহৃত হলে তাদের এক দল কলেজের অফিস ঘর আক্রমণ করলে করণিক মহঃ জালালউদ্দিন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধের আদেশ দেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে ভাদ্র বুধবার ১৩৯৮ সাল

অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর শহরে দুই নম্বরের ব্যবসায় সগৌরবেই চলিবার কথা। কারণ ইহা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী স্থানে অবস্থিত।'এপার বাংলা' ও 'ওপার বাংলা'—উভয় স্থানে যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই। বহাল তবিয়তে মানুষ আসিতেছে ও যাইতেছে। অবশ্য এই যাতায়াত আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা কারণে এক শতাংশ, আর ব্যবসায়িক কারণে নিরানব্বই শতাংশ। আইন বহির্ভূত মালপত্র চলাচলে এই ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইহাকে দুই নম্বরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পোষাকপত্র, গরু মহিষাদির চালান আজিকার নহে দীর্ঘদিন হইতেই ইহা চলিয়াছে। ইহার পর আছে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি, নানাবিধ মশলা প্রভৃতি। বেআইনী সোনার বিস্কুট—তাহাও চলাচল করিতেছে। আর এই সমস্ত কারবারে উভয় দেশের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ অভাবিতপূর্ব কাঞ্চন কৌলীন্য লাভ করিতেছেন।

সর্বপ্রকার পণ্যের গোপন পাচার পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে অবাধ। উভয় দেশেরই সীমান্তে প্রহরার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু গোপন কারবারে অনেক গোপন দিক থাকে যাহাতে কাজের সুবিধা হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। কিছুদিন হইতে 'চুল্লু' নামক এক প্রকার তরল মাদকের চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য হেরোইন নামক একটি মাদকের গোপন পাচারের দুইটি অঞ্চল এই দেশে আছে। একটি ভারতের পূর্বাঞ্চলে, অন্যটি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। পৃথিবীর নানাস্থানে 'হেরোইন' প্রেরিত হয় বোম্বাই ও কলিকাতা বন্দর দিয়া এবং অপর দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের করাচী ও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া। যাই হোক, উল্লেখিত 'চুল্লু'র ব্যবসায় এই শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফলাও আকারে চলিতেছে। পথের উভয় পার্শ্বে চায়ের দোকান এবং হোটেল ও ঢপ গুলিতে ইহার বেচাকেনা। রঘুনাথগঞ্জ শহরে সদর হাসপাতালের ২নং ও ৩নং গেটে, ফুলতলা ও গাড়ী ঘাটের নিকট বহু দোকান হইয়াছে ও হইতেছে। সেই সব স্থানেও 'চুল্লু' বিক্রয় হইতেছে। এই গোপন ব্যবসায়ে সর্বশ্রেণীর মানুষ—ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কর্মরত-বেকার জড়িত আছেন।

অপরদিকে বর্তমানে বাংলাদেশে চাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ায় পশ্চিম বাংলা হইতে চালের ব্যাপক চোরা চালানে মাতিয়াছেন এই সব দু'নম্বরী মালের কারবারীরা। ফলে এ দেশে চালের ক্রয় মূল্য বাড়িতে বাড়িতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে উঠিয়াছে। জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ সীমান্ত বরাবর চাল, চিনি, কেরোসিন, পেঁয়াজ ওপারে প্রতিনিয়ত প্রেরিত হইতেছে। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা বহু বাধা নিষেধের বেড়াজাল দিয়াও তাহা প্রতিরোধে সমর্থ হইতেছেন না। সাধারণ মানুষের অভিযোগ সরিষার ভিতরেই ভূত বাসা বাঁধিয়াছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশের গোপন সহযোগিতা না থাকিলে এত সহজভাবে জিনিসপত্রের সীমান্ত অতিক্রমণ সম্ভব নহে।

এই সব বে-আইনী মাল পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এক শ্রেণীর মানুষের হাতে অবিশ্বাস্য রকমের অর্থ জমিতেছে। যাঁহারা পাহারা দিতেছেন তাঁহারাও সহজলভ্য অর্থের উপার্জনে উর্দ্ধে চক্ষু হইয়া বেআইনী চলাচলে মদত যোগাইতেছেন। ফলে প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া এই সব গোপন ব্যবসা বহাল তবিয়তে চলিতেছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ফুড সাপ্লাই অফিসের দুর্নীতি প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় ২৮শে আগষ্ট সংখ্যায় আমার সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা সর্বৈব মিথ্যা। আমি পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে যেটুকু জড়িত থাকা প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া কোন অফিসের সঙ্গেই অন্য কোন সূত্রে জড়িত নই। আমি প্রধান ও রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে এম আর ডিলার এ্যাসোশিয়েসনের পদাধিকারী সম্পাদক মাত্র। এই রকম আরও কিছু সংগঠনে পদাধিকার বলে আমার নাম ব্যবহৃত হয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি জঙ্গিপুর মহকুমার বর্তমান খাদ্য নিয়ামক পরিতোষ ঠাকুরের আমলে বা তাঁর সুপারিশে আমার পরিবারের কারও কোন সরকারী লাইসেন্স হয়নি। তাছাড়া আমার পরিবারের সকলেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে পৃথক এবং আলাদা সংসারে প্রতিষ্ঠিত। আমার সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক কোন যোগাযোগ নেই। খোঁজ নিয়ে আরও দেখেছি চিনির কোন হোল সেল লাইসেন্স আমার পরিবারের কারও নেই।

প্রণব পাল, মিঞাপুর

[প্রণব পাল মন্তব্য করেছেন তাঁর পরিবারের কারোর নামে কোন লাইসেন্স হয়নি। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে তাঁর মায়ের নামে (গীতারাণী পাল) মিঞাপুরে এম আর ডিলার লাইসেন্স ছাড়াও পঃ বঃ সরকারের চিনির ডিলার লাইসেন্স আইনের ৪(২) ধারা অনুযায়ী হোল সেল চিনি বিক্রির স্পেশাল লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে। স্ত্রী মিনতি পালের নামে আছে কয়লার লাইসেন্স। বড় দাদা দীপক পাল ও ছোট ভাই খোকন পালের নামে রয়েছে চালের হোল সেল লাইসেন্স।

—সম্পাদক

বিশ শতকের বিশ কথা

ইতিহাস বড় বিচিত্র। এক এক সময় তার তরঙ্গ মানুষকে পরস্পরের খুব কাছে এনে দেয়। ১৮৮৫-তে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৯০৬-এ মুসলিম লীগের। কে ভেবেছিল একদিন এ প্রতিষ্ঠান দুটি উঠে আসবে একই মঞ্চে—সমস্বার্থবাহী হয়ে?

বাস্তবে তাই হল। ১৯০৯-এর মর্লি-মিণ্টো পরিকল্পনা কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতারা মেনে নেননি। লীগ এবং নরমপন্থীদের সমর্থন ছিল অবশ্যি মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের পক্ষেই। অতএব অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিলই।

বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলমান মধ্যবিত্তের দ্রুত অগ্রগতি সম্পন্ন হয়। ডঃ দেশাই বলেছেন, ১৯১২ থেকে তাদের রাজনৈতিক চেতনা বেশ বেড়ে ওঠে। স্মিথও দেখিয়েছেন, ১৯১২-র দিকেই মুসলিম মধ্যবিত্ত বিশেষভাবে ইংরেজবিরোধী চেতনার পরিচয় দিতে থাকে। মুসলিম মধ্যবিত্ত মানসে জেগেছে প্রচুর অস্বস্তি আর বিক্ষোভ। ১৯১২-তে (জুন মাসে) প্রতিষ্ঠিত মাওলানা আবুল কালাম আজাদের 'আল হিলাল' পত্রিকায় সেই যুব মানসের প্রতিফলন ঘটছিল। অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছিল পত্রিকার প্রচার সংখ্যা। আর তিন বছরের মাথায় সরকার সে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করেছিল।

'আল হিলাল' ছাড়াও ছিল মাওলানা জাফর আলীর 'জমিন্দার' পত্রিকা, মাওলানা মুহাম্মদ আলীর ইংরেজী 'কমরেড' ও উর্দু 'হমদর্দ'। এগুলি এনেছিল জাতীয়তাবাদের জোয়ার। ১৯১২-তে বল্কান যুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় মুসলিম-মানসে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তুরস্কের পক্ষে ভারতে জনমত গঠনের ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী। তাঁদের প্রচেষ্টায় ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলিমদের পক্ষ থেকে তুরস্কে মেডিকেল মিশন প্রেরিত হয়েছে। মাওলানা জাফর আলী কনস্টান্টিনোপলে (৩য় পৃষ্ঠায়)

লরী-মোটর সাইকেল সংঘর্ষ

মৃত-২

আহিরণঃ গত ২৯ আগষ্ট ৩৪নং জাতীয় সড়কে সজনীপাড়া ক্যানেল ব্রীজের কাছে জঙ্গিপুর মুখী একটি লরীর সঙ্গে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। খবর মোটর সাইকেলটি চলন্ত লরীর পিছনের চাকায় ধাক্কা মারলে মোটর সাইকেলের দুই আরোহী চাঁদপুরের হুমায়ুন সেখ ও বাসেদ আলী গুরুতর জখম হয়। দুজনকেই জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে বাসেদ আলী সেদিনই মারা যান। হুমায়ুনকে বহরমপুর পাঠান হয়। সেখানে ২ সেপ্টেম্বর হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।

পয়সা রোজগারের ফিকির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুরসভার নামে ছাপান ফরমই বৈধ বলে তাঁরা জানাচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তি ও অযথা অর্থ ব্যয়ের খপ্পরে পড়ে হয়রাণ হচ্ছেন। এই প্রতিবেদক স্থানীয় খাদ্য নিয়ামকের অফিসে যোগাযোগ করে সব কথা জানিয়েও তেমন কোন সদুত্তর পাননি। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন জঙ্গিপুর পুরসভার ১০নং ও ১নং ওয়ার্ডের কমিশনাররা এবং বড়শিমুল, তেঘরী অঞ্চলের কোন কোন সদস্য এই ফরম বিক্রির চালাও ব্যবসা করছেন। মহকুমা খাদ্য নিয়ামক ও মহকুমা শাসক তড়িঘড়ি সঠিক পন্থা নিয়ে এই জনশোষণ বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

বন্যার ব্যাপক আশঙ্কা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামের মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা না ভেবে কেন এই অন্তর্ঘাতমূলক কাজ পঞ্চায়েত সদস্য করলেন, এ ব্যাপারে মিঠিপুর পঞ্চায়েত প্রধান ফরমেজ আলীকে আমাদের প্রতিনিধি প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমরাও এরকম শুনেছি। তবে সবই অনুমান নির্ভর। কোন প্রমাণ সেই এবং সে ভাবেই রঘুনাথগঞ্জ ২নং বি ডি ও কে লিখিত জানিয়েছি।' গ্রামের মানুষের প্রশ্ন, বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ করে তবে কী লাভ হল? লক্ষ লক্ষ টাকার মাটি জলের প্রবল স্রোতে ধুয়ে গেল। অথচ পদ্মার জল বাড়ার সময় বাঁধ পাহাড়ার কোন ব্যবস্থা হল না। তবে কি আবার টাকা আসবে, আবার কাজ হবে এই চিন্তা কাজ করছে এর পিছনে? সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকতে কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ ধারে গ্রামে কেরোসিনের আকাল। বাংলাদেশ চলে যাচ্ছে কেরোসিন। উপরে বৃষ্টি, নীচে জল। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের প্রায় গ্রামে গা ছমছমে অন্ধকার, ভুতুড়ে পরিবেশে মানুষ আতঙ্কিত। গত ৭ সেপ্টেঃ থেকে বিদ্যুৎ উধাও। গ্রামের মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট লাঘবে প্রশাসনের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয়নি প্রতিবেদকের এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত। ধুলিয়ান থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সেখানে বাঁধ উপচে পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডে গঙ্গার জল প্রবেশ করায় বেশ কিছু পরিবারকে অন্যত্র সরে যেতে হয়েছে। এছাড়া প্রায় ওয়ার্ড জলমগ্ন। জল ঢোকার ভয়ে পুর এলাকায় নর্দমাগুলোর মুখ পুরবাসীরা বন্ধ করে দেওয়ায় গঙ্গার জল বেরিয়ে না যাবার ফলে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাগমারী নদীর জলে ফরাক্কা ব্লকেরও কিছু জমি জলের তলায়। সুতি ১নং ব্লকের গাঙ্গিণ, শিবিরা লবণচোয়ার বেশ কিছু অংশ প্লাবিত হয়েছে। গ্রাম এলাকার রাস্তা ডুবে যাওয়ার জন্য চলাচলে বেশী করে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর মহকুমা শাসকের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় যোগাযোগ করলে তিনি জানান, কিছু ত্রাণ সামগ্রী এসে পৌঁছালেও এখন পর্যন্ত বিলি করা হয়নি। শেষ সংবাদে জানা যায় জঙ্গিপুর লালগোলা রাস্তায় ময়া গ্রামের কাছে রাস্তা বসে গিয়ে গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গিপুর—লালগোলা রুটে বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিশ শতকের বিশ কথা

(২য় পাতার পর)

গিয়ে ভারতীয় মুসলিমদের তরফ থেকে সংগৃহীত টাকার তোড়া তুলে দিয়েছেন তত্রস্থ ভিজিরকে। মুসলিম মানসের ইংরেজ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেসের আনুকূল্য অর্জন করে। গোখলে জিন্না জুটি তখন ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতিতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মর্লি-মিন্টো সংস্কারের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের অধিকার পেয়ে মুসলিমরা যখন উল্লসিত, তখন জিন্না তাঁর নিন্দা করেছেন। বড়লাটের কাউন্সিলে ভূপেন্দ্রনাথ বসু পুলিশ প্রশাসন পদ্ধতি ও গোখলের 'এলিমেন্ট্রি এডুকেশন' বিলের সমর্থনে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দিল্লী দরবারেও যোগ দিচ্ছেন।

১৯১৩-তে লীগ অধিবেশনে যোগ দিয়ে 'attainment of the system of self-government suitable to India'-কে লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে ঘোষণা করছেন। ঐ বছর ২১ মে মুসলীম লীগের তদানীন্তন সম্পাদক সৈয়দ ওয়াজির হাসানকে জিন্না এক পত্রে লেখেন যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা দরকার। তার আগে, কংগ্রেস সভাপতি উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ প্রস্তাব করেছিলেন, এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলিম সম্মেলনে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগ প্রতিনিধিরাও যোগ দিন। কিন্তু ইংরেজের স্বার্থসংরক্ষকদের প্রবল প্রতিরোধে তা সম্ভবপর হয়নি।

সেই মিলন ঘটল আরও তিন বছর পর, ১৯১৬-তে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে। গড়ে উঠল লীগ ও কংগ্রেস মৈত্রী। ১৯১৮-তে লীগ ও কংগ্রেস মিলিতভাবেই মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৯২০-তে শুরু হল যুগ্ম খিলাফত আন্দোলন।

কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল এই মিলনায়তন! উপমহাদেশীয় ইতিহাস যদি এই সংযোজক রেখাটিকে দৃঢ় ও দীর্ঘ করতে পারত, তাহলে কোটি কোটি মানুষের সাধ, স্বপ্ন ও কল্পনার ভারত কোনদিনই দ্বিখণ্ডিত হত না।

—আবদুর রাকিব

শিক্ষক দিবসে শ্রমদান

গনকর : গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্য ও সভ্যার শ্রমদান কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রায় ১০০ মিঃ রাস্তায় সংস্কার করেন। স্থানীয় বাজারের এই প্রয়োজনীয় পথটি প্রতি বর্ষায় অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। স্থানীয় ইট ভাটার মালিক ও বাজারের ব্যবসায়ীরা একাজে অর্থ-ইট দিয়ে ক্লাবকে সহায়তা করেন।

জমি বিক্রয়

১৩নং ওয়ার্ডে গোডাউন কলোনীতে ৬ শতক বাসোপযোগী জায়গা বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের কেন্দ্র—

সুধীরকুমার দাস (ভীম)
হারমোনিয়ামের দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, সদরঘাট

"বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
মহাপূজার শুভলগ্নে
আনন্দ সঞ্চারে"

সর্ব্বাধুনিক পছন্দমত পোষাকে
শিশু বালক বালিকার
বধূ ও কন্যার
মুখে হাসি ফোটাতে
বিপুল সংগ্রহ—

লক্ষ্মীনারায়ণ টেক্সটাইল

প্রযত্নে—কানাইলাল দত্ত
রঘুনাথগঞ্জ ★ তুলসীবিহার বাড়ী

কনট্রোল অফিস কা

(১ম পাতার পর)

এই নিয়ে পয়সাকড়ি লেনদেনের অভিযোগ উঠায় ডিষ্ট্রীক্ট কনট্রোলার তদন্ত করতে এসে দেখতে পান নোটিশে আবেদনের দিন পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আবদুর রহিমের আবেদন জমা নেওয়া হয় রহস্যজনকভাবে। এই ঘটনায় শাস্তি স্বরূপ ডিলিং ক্লার্ককে অন্যত্র বদলী করা হয়। ঐ সংক্রান্ত ফাইলের পাতায় পাতায় বেআইনী ধরা পড়ায় ডিষ্ট্রিক্ট কনট্রোলার ৮৬টি পাতায় লাল কালির নোট দিয়ে যান এবং পূর্ব্বতন ডিষ্ট্রীবিউটার ইন্দ্রচাঁদকে আগের মতো কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। আরও জানা যায় ডুপ্লিকেট রেশন কার্ডের আবেদনের সঙ্গে যে ফি সরকারী খাতে জমা নেওয়ার কথা তাও সঠিকভাবে হয়নি। ২৯-১-৮৭ থেকে ১৪-১১-৯০ পর্যন্ত ২৭৫০ টাকা কালেকশন হয়। কিন্তু মাত্র ২১৪৬ টাকা সরকারী খাতে জমা দেখা যায়। বাকী টাকা কেন জমা পড়েনি তার কারণ রহস্যময়। স্থানীয় নিস্তা গ্রামের জনৈক এম আর ডিলার ধীরেন্দ্রনাথ সাহা আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন যে পূর্বের মহকুমা খাদ্য নিয়ামক অশোক দাস বেআইনীভাবে এবং আক্রোশ বশতঃ তার ডিলারশীপ সাসপেণ্ড করলে তিনি মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট তার পক্ষে যে রুল জারী করেন তা জানিয়ে গত ১১ মার্চ '৯১ মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কাছে আবেদন করলে পুনরায় তিনি দোকান চালাবার অনুমতি পান। কিন্তু বর্তমান কনট্রোলার তাঁর খেয়াল খুশীমত এ্যালোটমেণ্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে নানান দুর্ব্যবহার করেন। এমন কি অপমানজনক আচরণ করে তাঁকে চেম্বার থেকে বের করে দেন। এরপর মাল না তোলার অভিযোগ এনে আবার সাসপেণ্ডের শোকজ নোটিশ দেন গত ২৯ জুন '৯১ তারিখে। যথারীতি তিনি শোকজের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু আজও কোন সুব্যবস্থা হয়নি।

তালিকা তৈরীর পথে

(১ম পাতার পর)

ইউনিয়নের জি এস এর কথাবার্তায় মৃগাঙ্কবাবু উত্তেজিত হয়ে তাঁদের সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কালিদাস চ্যাটার্জী ভর্ত্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। এস এফ আই এর ছাত্র প্রতিনিধিরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে কলেজ প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরবর্তী খবরে জানা যায় এস এফ আই এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ভর্ত্তির ব্যবস্থা হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি তালিকা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে।

আধুনিক মর্গের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ আজ ১১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় হাসপাতাল চত্বরে সর্ব্বাধুনিক এয়ার কণ্ডিশন মর্গের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুর্শিদাবাদের এ ডি এম ডাঃ আর, কে, ভাট। এই মর্গটির নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু হয় ১৯৯০ এর নভেম্বরে ও শেষ হয় ১৯৯১ এর মার্চে। পি ডাব্লু ডির এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার এইচ, এন, মণ্ডল এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান মর্গটি নির্ম্মাণ করতে মোট ব্যয় হয় ৩৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে ব্যয় করা হয় ১'৯ লক্ষ এবং পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ১'৪ লক্ষ টাকার ব্যয়ভার বহন করেন। এই মর্গে একসঙ্গে চারটি মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য বহু বিতর্কিত পুরোনো মর্গটি পরিত্যক্ত হওয়ার পর প্রত্যেক ক্ষেত্রে শব ব্যবচ্ছেদের জন্য মৃতদেহ বহরমপুর পাঠানো হচ্ছিল। এতে জনসাধারণের অসুবিধার শেষ ছিল না। বর্তমানে সে অসুবিধা দূর হলো।

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সবারে জানাই সবিনয় আহ্বান—

MAYUR

Suitings • Shirtings

মাননীয় পৃষ্ঠপোষকগণ,

আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৯১ (শুভ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন) বাজারপাড়াস্থিত আমার কাপড়ের দোকানে আপনাদের চির পছন্দের "ময়ুর মিলস্"এর (স্যুটিংস্ সার্টিংস্) অনুমোদিত শাখা বিপণন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনার উষ্ণ সান্নিধ্য কামনা ও বরাবরের পরিশীলিত পরিষেবার অঙ্গীকার করি।

বিনীত—

মহিমারঞ্জন বড়াল

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

ফোনঃ আর জি জি ৭৫

আনন্দ সংবাদ

VIMAL

A RELIANCE PRODUCT

আনন্দ সংবাদ

বিমল এর সুটিং-সার্টিংস ও শাড়ীর অনুমোদিত শাখার শুভ উদ্বোধন হলো ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ বুধবার আমার জঙ্গিপুর সাহেববাজারস্থিত কাপড়ের দোকান 'জৈন বস্ত্র ভাণ্ডার' এ। আমাদের প্রতিষ্ঠানে আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। ৩০০ টাকার বেশী কেনাকাটা করলে লটারীর বিশেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য যে কোন মিলের কাপড়ের খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র।

বিনীত—

জৈন বস্ত্র ভাণ্ডার

জঙ্গিপুর সাহেববাজার

ফোনঃ জঙ্গিপুর ২৫

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।